বাংলাদেশের উন্নয়নে আধুনিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কে, এম, মেহেদী হাসান

লাইব্রেরিয়ান

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, কুড়িগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৭৩৫-৬৭৯১২৭

ইমেইল- mh.du@yahoo.com

উপক্রমনিকা

সাত কোটি মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ, তিরিশ লক্ষ শহিদের অমর আত্মত্যাগ আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজের এই দেশ শত সীমাবদ্ধতা ও বাধাবিপত্তি জয় করে আজ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" হিসাবে আত্মপ্রকাশের পথে উন্নয়নের মহাসড়কে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে দুঃখজনক হলেও একথা আমাদের অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় অর্ধশত বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা এখনও আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হইনি।

কথায় বলে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। কারণ একটি সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী-ই হচ্ছে কোনো একটি জাতির বা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সুশিক্ষা ধারণকারী, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এবং দক্ষ মানবসম্পদ-ই গঠন করতে পারে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় দেশ। অন্যদিকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, ধর্মান্ধতা, পরশ্রীকাতরতা আর স্বার্থপরতা একটি দেশের অগ্রযাত্রার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। নিয়মিত পাঠাভ্যাস, সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক চর্চা ও পরিশীলিত জীবনাচরণের মাধ্যমে এসব অমানবিক বৈশিষ্ট্যাবলী বর্জনের মধ্যদিয়ে কোন একটি দেশের নাগরিকগণ নিজেদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে, গড়ে তুলতে পারে একটি সভ্য সমাজ, সভ্য দেশ ও সভ্য জাতি। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা গ্রন্থাগার হচ্ছে একাধারে জ্ঞানের আধার, উন্মুক্ত বিদ্যাপীঠ, সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র, সর্বস্তরের মানুষের মিলনস্থল এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের স্থান। আর এজন্যই গ্রন্থাগারের ভূমিকা উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে। আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি"।

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে অদ্যাবধি বিবর্তনের পথ ধরে মানব সমাজ ও সভ্যতা আজকের এই ঈর্ষণীয় পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। মানুষের চলার পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বারবার দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নতুন করে চিনেছে মানুষ, পরিচিত হয়েছে নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা হিমালয়সম সম্ভাবনা আর লুকোনো শক্তির সংগে। সেই শক্তি আর সম্ভাবনাকে সঙ্গি করে এগিয়ে গেছে মানুষ, স্থাপন করেছে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য। কখনো সমস্যা সমাধান, কখনো বা সম্ভাবনার পরিপূর্ণতা দান ও মানসিক তৃপ্তির জন্য গড়ে তুলেছে একের পর এক কীর্তিস্তম্ভ, ধন্য হয়েছে নানা অর্জনে। মানুষের চিরন্তন কীর্তির তালিকায় এমনই একটি অসাধারণ অর্জন হচ্ছে গ্রন্থাগার। জ্ঞান সৃষ্টি, সেই জ্ঞানের কাঠামোবদ্ধ সংরক্ষণ এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করেছে গ্রন্থাগার। সেই সঙ্গে সমাজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে গ্রন্থাগার।

বাংলাদেশের উন্নয়নে আধুনিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা

উন্নত দেশ বা জাতি গঠনে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ধারণা শুরু সত্তরের দশকে, যার মূল কথা হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে জ্ঞান এবং তথ্যনির্ভর করে তোলা। উন্নয়ন চিন্তার নতুন ধারা হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ

এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সফল বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। বিগত সময়গুলোয় ক্ষমতার উৎস এবং শিল্প সমাজ প্রতিষ্ঠায় অর্থনীতিকে মূল চালিকা বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে জ্ঞান এবং তথ্যপ্রবাহকে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে শিল্প সমাজ আবার শিল্পোত্তর সমাজ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়েছে। শিল্পোত্তর কিংবা উত্তর আধুনিক সমাজকে তথ্যসমাজ, জ্ঞানসমাজ কিংবা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন পর্যায়ে জ্ঞানের ব্যবহার, জ্ঞান তৈরিতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে হাজার হাজার তথ্য সামগ্রী এবং তা নিয়ে নিত্য নতুন জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ফলে আবিষ্কার হচ্ছে জ্ঞানের নতুন নতুন ধারা । তথ্য বিশ্বের এ সকল জ্ঞানকে একত্রিত করে তাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে তা ভবিষ্যতের পাঠকদের ব্যবহার উপযোগী রাখে গ্রন্থাগার। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার হলে সঠিক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। এটি হলো লেখক, পুস্তক ও পাঠকের মিলন কেন্দ্র। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ একত্রিত হতে পারে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সুশিক্ষিত লোকেরাই দেশ ও জাতি গঠণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে আর গ্রন্থাগারের কাজ হলো এমন সব সুশিক্ষিত লোক তৈরি করা। গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ হলো পাঠকদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা। বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারের অন্যতম স্লোগান হলো 'পড়লে বই আলোকিত হই, না পড়লে বই অন্ধকারে রই'। তাই জ্ঞান নির্ভর সমাজে আলোকিত মানুষ গঠন করতে গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নাই।

উন্নত দেশ বলতে ঐ সকল সার্বভৌম দেশকে বুঝায় যারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উচ্চতর প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর বা নির্দিষ্ট সীমারেখায় অবস্থানসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হিসেবে জনগণের মাথাপিছু আয়, মোট দেশজ উৎপাদন, শিল্পায়নের স্তর, বিস্তৃত অবকাঠামোর বিন্যাস এবং সাধারণ জীবনযাত্রার মান এর প্রধান মাপকাঠি। সাধারণতঃ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতের উৎপাদন ও এর মাথাপিছু ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক হাসপাতাল, সুন্দর ব্যবস্থাসম্পন্ন চমৎকার গণশৌচাগার উন্নত দেশসমূহে বিদ্যমান থাকে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আন্নান উন্নত দেশের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "উন্নত দেশ বলতে যে সকল দেশ তার নাগরিকদের মুক্ত ও নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তাসহ উপযুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যকর জীবন প্রদানে সক্ষম তাকে বুঝাবে"।

বর্তমান কালের আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো সংগ্রহে রাখে বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশিত বই, জার্নল, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা - ইত্যাদি। এছাড়া অডিও এবং ভিডিও উপকরণ। সংযুক্তভাবে ম্যাপ, প্রিন্ট, বিভিন্ন তথ্যউপকরণ, মাইক্রফর্ম, অডিও টেপ, সিডি, ক্যাসেট, ভিডিও টেপ, ডিভিডি, ই বুক-ইত্যাদিও রাখা হয় এসব গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশ

সময়ই ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক উপকরণ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে থাকে। ফলে আধুনিককালের গ্রন্থাগারগুলো বিবেচিত হচ্ছে মুক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে। গ্রন্থাগারগুলো তাদের তথ্য সেবাকে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের দেয়ালের বাইরে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক তথ্যটি দ্রুত সর্বরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে। আজকের এই জ্ঞানভিত্তিক সমাজে উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ কাঁচামাল হচ্ছে তথ্য। যে দেশ বা জাতির হাতে যত বেশি তথ্য আছে সে জাতি বা দেশ উন্নয়ন সম্ভাবনায় তত বেশি এগিয়ে আছে। বর্তমানে অন্যান্য পণ্যের মত তথ্যও একটি পণ্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং এর মুল্যও অন্য যে কোন পণ্যের চাইতে অনেক বেশি। বহুমুখী তথ্যের ভান্ডার হিসেবে মানুষের তথ্য চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আধুনিক গ্রন্থাগার অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। ভবিষ্যতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের ক্রমসম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের জোগান দেয়ার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক ভূমিকা আরো জোরদার হবে। বলা হয়ে থাকে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমই তার গ্রন্থাগারগুলোকে ধ্বংস করে দাও। এই কথাটি যে কত সত্য তা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। উন্নত দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারের ভূমিকাই অধিকতর সক্রিয়।

আধুনিক গ্রন্থাগার নানাভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নকে বেগবান করতে পারে। যেমন-

- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে**

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (এসডিজি) মূলত মিলেনিয়াম ডেভেলপভমেন্ট গোলস ২০১৫ (এমডিজি)-এর উত্তরসূরি এবং তাদের সফলতা ও সীমাবদ্ধতার ওপর নির্মিত। ২০১৫-পরবর্তী বৈশ্বিক এজেন্ডা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার সংকলনে 'আমাদের বিশ্বের রূপান্তরকরণ: টেকসই উন্নয়নের বিষয়সূচি ২০৩০' নামে পরিচিত। এর লক্ষ্যগুলো হচ্ছেঃ

১. দারিদ্র্য বিমোচন - সর্বত্র এবং সবধরণের দারিদ্র্যতা দূর করা

২. ক্ষুধামুক্তি - ক্ষুধা দূর করা, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন, এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু করা

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিত করা এবং সব বয়সের সকলের জন্য কল্যাণ বৃদ্ধি

৪. মানসম্মত শিক্ষা - অন্তর্ভূক্তিমূলক, সমতাপূর্ণ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি

৫. লিঙ্গসমতা - জেন্ডার সমতা অর্জন করা এবং সব নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ

৬. বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন - সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা

৭. ব্যয়সাধ্য ও টেকসই জ্বালানি - সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানির সুযোগ নিশ্চিতকরণ

৮. সবার জন্য ভালো কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সবার জন্য টেকসই, অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং ভালো কাজ নিশ্চিতকরণ

৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো - দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে প্রেরণা দেওয়া

১০. বৈষম্য হ্রাসকরণ – দেশের ভেতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা

১১. টেকসই শহর ও সম্প্রদায় – শহর এবং মানুষের বাসস্থানকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই করে তোলা

১২. সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার – টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা

১৩. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ - জলবায়ূর পরিবর্তন ও প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ

১৪. সমুদ্রের সুরক্ষা - টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

১৫. ভূমির সুরক্ষা - ভূমির উপরিস্থ পরিবেশ-ব্যবস্থার সুরক্ষা, পুনঃস্থাপন এবং টেকসই ব্যবহার; টেকসই বন ব্যবস্থাপনা; মরুকরণ রোধ ও বন্ধ করা; ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং জীববৈচিত্রের ক্ষতি বন্ধ করা

১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার - টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা; সকলের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ সৃষ্টি; এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহি এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

১৭. লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশিদারিত্ব - বাস্তবায়নের উপায়গুলো শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশিদারিত্ব পুনর্জীবিত করা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সূচক ২০১৬-এ ১৪৯টি দেশের মধ্যে ১১৮তম হয়েছে বাংলাদেশ। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানা রকমের ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষা ছাড়া একটি জাতির উন্নতির কথা কল্পনা করা যায় না। শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তৈরি করে, যা ভবিষ্যতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। শিক্ষিত ও দক্ষ মানুষ দ্রুত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের মাধ্যমে নিজের ও দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করার পাশাপাশি ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, বিশুদ্ধ পানি

ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে পারে। লিঙ্গসমতা, বৈষম্য হ্রাসকরণ, ব্যয়সাধ্য ও টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণ, সবার জন্য ভালো কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন ও শিল্প, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো গঠনে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো শিক্ষা প্রসারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে এর গ্রন্থাগার। সত্যিকারের শিক্ষিত ও আলোকিত মানুষ শ্রেণিকক্ষের চাইতে বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারে গ্রন্থাগার থেকে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষা, দূরশিক্ষণ, গণশিক্ষা, গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ইত্যাদির প্রসারে গ্রন্থাগার বিশেষত গণগ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- **সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে**

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, কার্যকরী উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারের পর্যবেক্ষণ প্রফাইল অক্টোবর ২০১৬ অনুযায়ী, সরকার সম্প্রতি একটি যুগান্তকারী সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৬-২০) চালু করেছে। উভয়টি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা বা টেকসই উন্নয়ন বিষয়সূচি, লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত ও বিজড়িত। এ পর্যায়ে ১৭টির মধ্যে ১৪টি এসডিজি লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি জাতিসংঘের ২০১৫-পরবর্তী বৈশ্বিক এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় পরিকল্পিত। এর মৌলিক তিনটি থিম হলো : (১) জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ; (২) উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নের উপকার লাভ করার জন্য নাগরিকদের ক্ষমতায়নের একটি ব্যাপকভিত্তিক কৌশল; (৩) একটি টেকসই উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্ক, যেটি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং দুর্যোগ ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম, যেটি প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং সফলভাবে অনিবার্য নগরায়ণে রূপান্তরটি পরিচালনা করবে। বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন, আয় বণ্টনে সমতার সূত্র অনুসরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সময়ান্তরিক ব্যবহার এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায়, জনগণের কণ্ঠের স্থান দেয়া এবং অংশগ্রহণ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের লক্ষ্য বিবেচনায় বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির আলোকে উন্নয়ন ভিশন ২০২১ প্রণীত হয়। ভিশন ২০২১ এবং তার পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১-এর অধীনে দুটি জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা : 'প্রবৃদ্ধি ত্বরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাস' শিরোনামে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-১৫) এবং 'প্রবৃদ্ধি ত্বরক, নাগরিক ক্ষমতায়ন' শিরোনামে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন করা হয়। ভিশন ২০২১ এর অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক "ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন"। আর এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারসমূহ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। ডিজিটাল লাইব্রেরি, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি, মোবাইল লাইব্রেরি সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য বিতরণের মাধ্যমে উন্নত জনগোষ্ঠী তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

❖ গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়

সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরিবেশ একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানুষের জানার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। টমাস জেফারসন-এর ভাষায়, 'Information is the currency of democracy'। যে সমাজে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নেই সে সমাজে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র নেই। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ তথ্যসমৃদ্ধ ও শিক্ষিত নাগরিকদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। আর তথ্যসমৃদ্ধ ও শিক্ষিত মানুষ গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা সব মনীষীর আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং নানা মত ও পথের সমন্বয়ে একটি উদার, গণতান্ত্রিক ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায় হচ্ছে বই এবং গ্রন্থাগার।

❖ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়

সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত জরুরী। এই আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃনির্ভরশীলতার মধ্যেই সমাজের বাধাহীন বিকাশ ও অগ্রগতি নিহিত। সমাজের সদস্যদের তথ্য চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রন্থাগারগুলো একদিকে নিজেদের মধ্যে যেমন সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখে তেমনি অন্যান্য শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গেও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আর এভাবেই গ্রন্থাগার একটি দেশের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই দেশের উন্নয়নকে বেগবান করতে পারে।

❖ সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক আবহ বিনির্মাণে

সুস্থ ধারার ও পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং নির্মল চিত্তবিনোদন মানুষের কর্মস্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে অপসংস্কৃতির অনুশীলন মানুষের সৃজনশীল চিন্তাচেতনার স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করে, স্থবির করে তোলে সমাজের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। সমাজকে অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার অন্যতম উপায় হলো গণমানুষকে জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা - গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা।

❖ মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মানসিক বিকাশ সাধনে

খাদ্য আমাদের দৈহিক পুষ্টি দেয়, কিন্তু মানসিক প্রশান্তি ও বিকাশ সাধনে প্রয়োজন বই। আর সব ধরণের পাঠকের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বই ও তথ্যসামগ্রীর সমারোহ ঘটিয়ে সমাজের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার না থাকলে মানুষের বাধাহীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যেত। কেননা ব্যক্তি উদ্যোগে সব ধরণের তথ্য চাহিদা মেটানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারের কল্যাণেই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য জ্ঞানচর্চার একটি উদার ও উন্মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়, যা সামাজিক প্রগতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

❖ **সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে**

সমাজ কখনও এক জায়গায় স্থির থাকে না। বিবর্তনের ধারায় এটি সর্বদা নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। গ্রন্থাগার যুগের সাথে তাল মিলাতে গণমানুষের নিত্য নতুন চাহিদা পূরণে নানাবিধ গণসংযোগ ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড পালন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে বহুমুখী সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে সমাজের এগিয়ে চলাকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

❖ **বৈদেশিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে**

বৈদেশিক সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের দুটি উপায় রয়েছে। একটি হলো ভ্রমণ করে অন্যটি হলো বই পড়ে। ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিত্তশালী হতে হবে। কেননা, ভ্রমণ করতে প্রচুর টাকা পয়সার প্রয়োজন। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রায় ১৭ ভাগই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এছাড়া অনেকের বিত্ত আছে চিত্ত নেই। বিধায় আমাদের দেশের কথা মাথায় রেখে ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমকে প্রাধান্য না দিয়ে, আমাদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানের অন্যতম মাধ্যম বই এর আশ্রয় নিতে হবে। পল্লী কবি জসীমউদ্দীন এর ভাষায় বলতে হয়, "বই আপনাকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালে নিয়ে যেতে পারে। যে দেশে আপনার কোনোদিন যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বইয়ের রথে চেপে আপনি অনায়াসে সে দেশে যেতে পারবেন"।

❖ **গণশিক্ষা ও স্ব-শিক্ষা বিস্তারে**

সমাজের সকল স্তরের জনগণকে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতেই মূলত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা। একটি ব্যক্তি, একটি দেশ বা একটি জাতিকে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে গ্রন্থাগারের কোনো বিকল্প নেই। গ্রন্থাগার, বিশেষত গণগ্রন্থাগারগুলো গণশিক্ষার বিস্তারসহ নানাবিধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণকে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারে।

এছাড়াও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তার, জাতীয় সংহতি ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রতকরণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধ, লেখক-পাঠক সৃষ্টি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা, সৃজনশীল জনসম্পদ তৈরি, শিশু-কিশোরদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধন এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথকে প্রসারিত করতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহের সীমাবদ্ধতা এবং **তা অতিক্রম করার উপায়**

আর সব অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোও বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। জনবল সংকট, স্বল্প বরাদ্দ, অপর্যাপ্ত তথ্য উপকরণ, দুর্বল অবকাঠামো, বিদ্যুৎ,কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের অভাব এবং ভালো মানের বইয়ের অপ্রতুলতার কারণে দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই আলোহীন হয়ে পড়েছে। জোড়াতালি দিয়েই চলছে বইপ্রেমী হাজারো মানুষের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের এসব কেন্দ্র। অত্যন্ত দূঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের

দেশের জেলা পর্যায়ের অনেক গণগ্রন্থাগারেরও কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে সঠিক পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। একইভাবে সব উপজেলা সদরেও গণগ্রন্থাগার জোরেশোরে গড়ে উঠেনি। আর গড়ে উঠলেও পরিচর্যা, পেশাগত গ্রন্থাগারিক না থাকা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেকটি বন্ধ হয়ে গেছে বা কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেছে। সারাদেশের ৬৮টি সরকারি গণগ্রন্থাগারকে অনলাইন করার কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়নি। ফলে মান্ধাতা আমলের মতোই কাজ চলছে এসব গণগ্রন্থাগারের কার্যক্রম।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মুখে আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা অহরহই শোনা যায়। সব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মন্ত্রণালয়। ৬০টি মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগের নেতৃত্বে দেশের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর মধ্যে মাত্র ২১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে গ্রন্থাগার আছে। অন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে কোনো গ্রন্থাগারই নেই। তবে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অধিদপ্তর ও বিভাগে আলাদা গ্রন্থাগার রয়েছে। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগার থাকলেও তাদের সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজের বেশির ভাগেরই উল্লেখ করার মত কোন গ্রন্থাগার কিংবা গ্রন্থাগার সেবা বলে কিছু নেই।

এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের উন্নয়নের চাকা গতিশীল রাখা সম্ভব হবে না। আর তাই দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে গ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহের বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

- পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দকরণ
- সুষ্ঠ গ্রন্থাগার পরিকল্পন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- সারাদেশে বেশি বেশি মানসম্মত গ্রন্থাগার স্থাপন
- গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- গ্রন্থাগার সেবায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ
- গ্রন্থাগারসমূহে প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত গ্রন্থ ও তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ
- সময়ে সময়ে গ্রন্থাগার কর্তৃক সেমিনার, কর্মশালা ও অন্যান্য জনসচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন
- গ্রন্থাগারে যোগ্য ও দক্ষ পেশাজীবী নিয়োগ
- গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রদান
- গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে কর্মরতদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি সমন্বিত বিধিমালা প্রণয়ন
- কোন বইয়ের দোকান যেন লাইব্রেরি শব্দের প্রয়োগ করে কোনো বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে সেজন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন ও এর কঠোর বাস্তবায়ন

উপসংহার

গ্রন্থাগার সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষার মূল হাতিয়ার। অতীতের জ্ঞানকে সমকালীন সমাজের কাছে উপস্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং সমকালীন জ্ঞান ও তথ্য সমষ্টিকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিদের জন্য সংরক্ষণ করার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ঐতিহ্যগতভাবে এ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে ইতিহাসের অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে আজকের এই জ্ঞানভিত্তিক সমাজে গ্রন্থাগারের প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। উন্নত দেশগুলো সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় অগ্রসর ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার পদ্ধতি গড়ে তুলেছে এবং তথ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের নতুন নতুন প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলো সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতি বিস্তারে অবদান রেখে চলেছে। আমরা যদি গ্রন্থাগারের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব, আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো সমাজের সদস্যদের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে বহুমুখী কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশের সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গ্রন্থাগারগুলোও কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদানে সক্ষম হচ্ছে না। সদিচ্ছা, দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত বাজেট, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যথোপযুক্ত উপকরণসামগ্রীর অপ্রতুলতা গ্রন্থাগার সেবার প্রসার ও গুণগত মান নিশ্চিত করণের অন্যতম অন্তরায়। সরকারের সহযোগিতা ও যথাযথ পদক্ষেপ এবং জনসচেতনতাই পারে গ্রন্থাগারের সার্বিক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার পথকে মসৃণ করে তুলতে। কেবল তখনই গ্রন্থাগারসমুহ তার স্বাভাবিক ও বিস্তৃত সেবামূলক কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের দৃপ্ত পদক্ষেপকে শাণিত ও সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে পারে। আর তাই গ্রন্থাগারের উন্নয়ন - দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা উচিত। গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির অগ্রগতির প্রতীক। সভ্যতা ও কৃষ্টির অন্যতম বাহন। অতীতের সাথে বর্তমানের, বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের যোগসূত্র স্থাপনে গ্রন্থাগার অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংরক্ষণাগার হিসেবে গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য।